বর্ধমান থেকে প্রকাশিত

নতুন চিঠি

https://natunchithi.co.in

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

৪৮ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, সোমবার, ৮ ১৫, ১৪৩২
Vol. 48, Issue No. 35, Monday, 1 September 2025

■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪, মূল্য ২ টাকা

খাদ্য আন্দোলনের শহিদ স্মরণ জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ আগস্ট : ১৯৫৯ এর খাদ্য আন্দোলনের ৮০ জন শহিদকে স্মরণ করলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার মানুষ। জেলার সর্বত্রই শহিদদের স্মরণ করা হয়। বর্ধমান শহরের প্রতিটি এলাকায় এদিন শহিদ দিবস পালিত হয়েছে। গলসীতেও সর্বত্র শহিদ দিবস পালিত হয়েছে। সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে সভায় বক্তব্য রাখেন, সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তাপস চ্যাটার্জী, উদয় গোস্বামী, নবকুমার বাগ, বাবুলাল বিশ্বাস প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন, এরিয়া কমিটির সম্পাদক মোহাম্মদ শাহ।

রক্তদান শিবির, বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে পূর্বস্থলীতে শহিদ দিবস পালন করা হয়। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এবং ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের পূর্বস্থলী-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে খাদ্য আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে এই অনুষ্ঠানগুলি পারুলিয়া বাজারে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল বেলা থেকে তিনটি বিভাগে শুরু হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় ৭৭৯ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। রক্তদান শিবিরে ১১ জন মহিলা সহ ৭০ জন যুবক-যুবতী রক্তদান করেন। শহিদদের স্মৃতিচারণা করেন যুব নেতা চন্দন সোম, অরিন্দম কোঙার, প্রবীর ভৌমিক প্রমুখ। উল্লেখ্য যে '৫৯ সালে কলকাতা পুলিশের নির্বিচার লাঠি চার্জে ৮০ জন শহিদ হন।

কৃষকসভার সম্মেলনকে সামনে রেখে স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ আগস্ট : শহিদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির সহযোগিতায় সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য ও জেলা সম্মেলন উপলক্ষে ২৭ আগস্ট ভাতাড়ের কুবাজপুরে পলসোনা আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রমজীবী আদিবাসী ও সংখ্যালঘু মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চক্ষু পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়।

বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ গীষ্পতি চক্রবর্তী, ডাঃ স্বপন বণিক ও ডাঃ দিব্যেন্দু রায় ৭৬ জন মানুষের স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা করেন। এছাড়াও কম খরচে পুষ্টিকর খাদ্য তৈরি করা, খাবার গ্রহণের আগে হাত ধোয়া, চটি পরে বাইরে বের হওয়া, মশারি টাঙিয়ে শোয়া, বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। সম্পাদক সম্বরণ প্রামাণিক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন পুনরায় এই ধরনের স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত করবেন। কৃষক সভার রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে সমগ্র পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করবে।

এস.বি.আই স্টাফ এ্যাসোসিয়েশন-এর রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩১ আগস্ট : স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া স্টাফ এ্যাসোসিয়েশন বর্ধমান আয়োজিত রক্তদান শিবির ১৭৬ জন রক্ত দাতা রক্তদান করলেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় শাখায়। এই কাজে সহায়তা করলেন শহিদ শিব শঙ্কর সেবা সমিতির রশ্মি ব্লাড সেন্টার। উপস্থিত ছিলেন স্টেট ব্যাংক ইউনিয়নের বর্তমান ও প্রাক্তন নেতৃত্ব। ব্যাঙ্ক কর্মচারী, আধিকারিক ছাড়াও সাধারণ গ্রাহকরাও রক্তদান করেন।

২৩ আগস্ট শহিদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতিকে এস.বি.আই অফিসার্স এসোসিয়েশন এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জোনাল কমিটির পরিস্রুত পানীয় জলের জন্য তিনটি জল পরিশোধন যন্ত্র দিয়ে সহায়তা করেছেন।

কৃষকসভার রাজ্য সম্মেলন আলোচনা সভা

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার ৩৮তম রাজ্য সম্মেলন বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত হবে৭-৯ নভেম্বর। রাজ্য সম্মেলন ও বর্ধমান জেলা কৃষকসভার সম্মেলন কে সফল করার আহ্বান জানিয়ে প্রথম সেমিনার ২৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত হলো ভাতারে। আলোচনা করেন কৃষক নেতা সঞ্জয় পুততুণ্ড। সভাপতিত্ব করেন জেলা কৃষকসভার সম্পাদক সমর ঘোষ।

কাজী নজরুল ইসলামের ৫০তম প্রয়াণ বার্ষিকী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৯ আগস্ট : বর্ধমান শহরের সাংস্কৃতিক সংগঠন ও গণসংগঠনের যৌথ উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয় নজরুলের ৫০তম প্রয়াণ দিবস। জেলখানা মোড়ে নজরুল মূর্তিতে মাল্যদান করেন নজরুলের স্নেহপ্রাপ্ত বাচিক শিল্পী ড. আবুল হাসান। পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন অরুণ মজুমদার, সুকৃতি ঘোষাল, মিনতি গোস্বামী সহ অন্যান্য উপস্থিত কবি শিল্পীরা। ছোট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। বক্তব্য রাখেন আবুল হাসান, অরুণ মজুমদার, নিয়াজুল হক, আবৃত্তি করেন লক্ষণ দাস ঠাকুরা, নন্তু মণ্ডল, সত্যজিৎ ভট্টাচার্য, সঙ্গীত পরিবেশন করে সঙ্গীতা ভট্টাচার্য, সত্যজিৎ ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ চক্রবর্তী প্রমুখ গণনাট্য সংঘের শিল্পীবৃন্দ।

বৈদ্যপুরে অনুষ্ঠিত বিদ্রোহী কবির প্রয়াণের ৫০তম দিবস পালনের অনুষ্ঠানে বলেন কাজী নুরুল ইসলাম। এর আগে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। শেষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এদিন কালনা শহরের পূর্ণচন্দ্র পাল পাঠভবনেও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৫০তম প্রয়াণ দিবস শ্রদ্ধার সাথে পালিত হয়। এই অনুষ্ঠান দুটি অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে।

খড়ি নদী বাঁচাও কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩০ আগস্ট, বর্ধমান : ভাণ্ডারডিহি গ্রামে খড়ি নদী বাঁচাও কনভেনশন অনুষ্ঠিত হলো। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ পূর্ব বর্ধমান জেলা কার্যকরী সভাপতি চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং খড়ি নদী বাঁচাও আন্দোলনের নেতৃত্ব অশেষ কোনার। কনভেনশন থেকে প্রাণকৃষ্ণ ব্যানার্জীকে আহ্বায়ক করে ১২জনের কমিটি গঠিত হয়েছে।

প্রয়াত মহারানি কোঙার স্মরণে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা মেমারি ৩০ আগস্ট : সিআইটিইউ, ছাত্র যুব খেতমজুর মহিলা সমিতি মেমারি-১ পূর্ব এরিয়া সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে প্রয়াত মহারানি কোঙার স্মরনে তৃতীয় বর্ষ রক্তদান শিবির মেমারি কালীতলা পার্টি অফিসে হলো। শিবিরে ৩ জন মহিলা সহ মোট ২৮ জন রক্তদান করেন। রক্ত সংগ্রহে করে বর্ধমান শহীদ শিবশংকর সেবা সমিতির রশ্মি ব্লাড সেন্টার।

মুখ্যমন্ত্রীকে চাকরিপ্রার্থীরা প্ল্যাকার্ড দেখালেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ আগস্ট : বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বজেয় স্কুলের মাঠে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তায় মোড়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎই মঞ্চে বসা পুলিশকর্তাদের তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখা যায় জেলা শাসক আয়েষা রানি-কে। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকেও দেখা যায় মঞ্চ ছেড়ে ঘুরপাক খেতে। পরিস্থিতি বেগতিক টের পেয়ে যান খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। থামিয়ে দেন বক্তৃতা। কয়েকজন মহিলার হাতে একটি করে প্লাকার্ড। হাতে লেখা ''দিদি, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে কিছু বর্তা দিন।'' প্লাকার্ডে লেখা, দীর্ঘ বঞ্চিত প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ চাই। ২০২২ সালের প্রাথমিক টেট পাশ চাকরিপ্রার্থীরা তুলে ধরে মমতা ব্যানার্জীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। আর তাতেই থমকে গেল সভা। চাকরিপ্রার্থীরা চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিছু কথা বলতে, কিন্তু তাঁরা সুযোগ পাননি।

তাই কয়েকজন মহিলা পাকার্ড তুলে ধরেন তখনই বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাংবাদিকরাও ততক্ষণে তাঁদের ক্যামেরা মমতা ব্যানার্জীর মুখ থেকে ঘুরিয়ে নিয়েছেন টেট উত্তীর্ণদের প্রতিবাদী প্লাকার্ডের দিকে। তারপরই সাংবাদিকদের নিশানা করে বলেন, কী হচ্ছে কী সাংবাদিক বন্ধুরাও মিটিংটা করতে দেবেন তো প্লিজ। সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে মমতা ব্যানার্জীকে বলতে শোনা যায়, এটা কি হচ্ছে? মিটিংটা ব্যাহত হচ্ছে। তখন মুখ্যমন্ত্রী বক্তৃতা থামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এবং আগামী দিনে প্রেস আসনের পিছনে ব্যারিকেডের কথা ও নিউজফিড দেওয়ার কথা বলেন।

কলকাতার বাইরে থেকে প্রকাশিত অন্যতম
সেরা শারদসংখ্যা
'নতুন চিঠি' শারদ-২০২৫
প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে
লিখছেন—বিমান বসু, এম. এ. বেবি, প্রকাশ কারাত, হান্নান মোল্লা, শ্রীদীপ ভট্টাচার্য, অরিন্দম কোঙার, ড. অরবিন্দ দাশ, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, আভাস রায়চৌধুরী, সৈয়দ হোসেন, রথীন রায়, শান্তনু কুমার ঘোষ, বিভাস সাহা, কৌশিক লাহিড়ী, কৌশিক ভট্টাচার্য, দেবেশ ঠাকুর, অপূর্ব চ্যাটার্জী, সাইদুল হক, সুগত দাশগুপ্ত, শ্যামল চক্রবর্তী সহ বহু বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকরা।
রয়েছে গল্প, রম্যরচনা, ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও কবিতার সম্ভার
মূল্য—৮০ টাকা
পাওয়া যাবে—ন্যাশনাল বুক এজেন্সির সমস্ত বিপণীতে
কলেজস্ট্রিট জংশনে পাতিরামের স্টলে ও আমাদের পত্রিকা দপ্তরে
৬২ বি সি রোড, অনিতা সিনেমা লেন, বর্ধমানে।

নতুন চিঠি

১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

প্রপার্টি অর্থ... !

নির্ধারিত সময়ের শেষ প্রহর পার হয়ে গেলেও শনিবার সন্ধ্যায় প্রথমে একটি নামের তালিকা এসএসসি-র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। কয়েক মিনিট পরই সেই প্যানেল তুলে নেওয়া হয়। পাড়ায় পাড়ায় চায়ের আড্ডায় চা-খোরেদের কানাকানি, ইয়ার্কি ফাজলামির একটা সীমা থাকা উচিত! এদের কাছে স্বচ্ছতা কেউ আশা করে না! তাবলে শেষকালে চেয়ারম্যান রাত আটটার সময় দপ্তরে উপস্থিত হয়ে স্বয়ং 'দাগি তালিকা' আপলোড করেছেন। এতোবড় দাগি কাজটা তাঁকেই করতে হলো! সংস্থার চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার ছাত্রদের মেধা তালিকা নয় যোগ্য শিক্ষকদের বাদ দিয়ে চাকরি দেওয়া অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করলেন। রাজ্য শিক্ষা ব্যবস্থার (এসএসসি-র) ইতিহাসে এই কালো দিনটায় তাঁর নামটিও কালো দাগের শিরোনামে উজ্জ্বল হলো।

২০১৬-র এসএসসি-র শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় সুপ্রিম ধমক খেয়ে অবশেষে কমিশন শনিবার রাত আটটা নাগাদ চিহ্নিত দাগি, অযোগ্যদের তালিকা 'পাবলিক ডোমেনে' প্রকাশ করেছে। তালিকায় ১৮০৪ জনের নাম। শুধু রোল নম্বর ও নাম। এতেই পিলপিল করে বেরিয়ে পড়ছে কে কোথাকার, কার বাড়ির আত্মীয়! এমনিতেই শেষ মুহূর্তের পরেও তিন ঘণ্টা ধরে টানটান উত্তেজনার, নানান কারিকুরি, টালবাহানার পর প্রকাশিত তালিকা সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। রাত একটার পর সেই তালিকায় যুক্ত হয় আরও দুজন দাগির নাম। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানকে বাহবা দিতেই হয়। সারা রাত তিনি জেগে কাজ করেছেন। যাক্ দিন হিসেবে রবিবারে দাগিদের সংখ্যা আপাতত দাঁড়িয়েছে ১৮০৬।

ভানুমতির এই খেলায় নাটক এখনও অনেক বাকি আছে বলছে দুর্জনে। এখনও অনেক রহস্য উন্মোচিত হয়নি। তাঁরা বলছেন, এই অধ্যায়ে খেলা সবে শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কমিশন অসম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করেছে, তালিকায় অনেক অসঙ্গতিও রাখা হয়েছে। দীর্ঘদিন হাই থেকে সুপ্রিম পথে মামলা হাঁটাহাঁটি করবার সময় যে সব কাগজপত্র বগলে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করা হয়েছিল তাতে নাকি নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশের জটিলতায় এই সংখ্যা অতি নগন্য, আসল সংখ্যা আরও বাড়বে।

নামের সাথে ঠিকানা না হয় না দিয়েছেন বন্ধু, দাগিদের তালিকায় শাসকদলের অনেক সস্ত্রীক নেতানেত্রী, কাউন্সিলর, বিধায়ক কন্যা, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের পুত্র সহ বহু কেষ্টবিষ্টু, রাঘববোয়াল এবং প্রভাবশালীদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের নাম বেরিয়ে পড়েছে! এরা কি কেউ টাকা ফেরত চাইবে না, বা সরকারের কাছে বেতন গ্রহণের টাকা ফেরতের আদালতের নির্দেশ স্পিকটি নট হয়ে মান্য করবে? যদিও কিছু কিছু তর্জনগর্জন শোনা যাচ্ছে। দাগি তালিকার দাগিদের নাম, রোল নম্বর ক্রমশ প্রকাশিত হবে। শেষের অধ্যায় সব জানা যাবে। জানা যাবে তারা কোন স্কুলে নিয়োগ হয়েছিল, কোথায় তাদের ঘরবাড়ি, বাবার নাম, ঠিকানা সবকিছু। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে এই সরকার যে মস্তবড় দাগির দাগি মহাদাগি, সেটা জানতে কারোর বাকি নেই। কিন্তু এই দাগিরা তো সরকারের লাস্ট লাইন অফ ডিফেন্স 'প্রপার্টি'। দাগিদের থেকেও দাগিতররা যে সব খোলা বাজারে মুক্ত হাওয়ায় খাসা ঘুরে বেড়াচ্ছে! আহ্ প্রপার্টি মানে বুঝলেন না! অবশ্য বুঝবেন কীকরে! মেধা তালিকার বস্তু তো এরা নয়, প্রপার্টি অর্থ মাল!

মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি—আর এক বর্ণপরিচয়

শশধর মিস্ত্রি

একদিন চার্চে গেছেন গ্যালিলিও। বেদির কাছে শিকল দিয়ে ঝোলানো তেলের প্রদীপ। তিনি দেখলেন শিকলটা দোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপটাও দুলছে। ওই দুলুনির মধ্যে রয়েছে একটা নির্দিষ্ট ছন্দ। প্রদীপের প্রতিটি দোলনের বিস্তার আগের থেকে ক্রমশ কমছে। কিন্তু প্রত্যেকবার সেই একই সময় লাগছে। কিন্তু কেন? ভাবতে শুরু করলেন। ভাবতে ভাবতে একদিন জবাব পেয়ে গেলেন। আবিষ্কার করলেন 'পেণ্ডুলাম সূত্র'।

বাতাস দোলায় শিকলকে, শিকল প্রদীপকে। এই দোলন পর্যালোচনা থেকেই পেণ্ডুলাম সূত্রের ভুবন-জোড়া পরিচিতি। ঊনবিংশ শতকের অন্তে এবং বিংশ শতকের সূচনায় সোভিয়েত রাশিয়ার মানুষের চেতনার জগতে এক দোলা লাগে। বিশ্ব জুড়ে পুঁজির আবর্জনা ও তার থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। পৃথিবীর এক ব্যাপক অংশে জমা হয় ধ্বংসস্তূপ, সৃষ্টি হয় মুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা। রাশিয়ায় ওই আকৃতি থেকে জন্মায় সমাজতন্ত্র নামে ছোট্ট চারাগাছ। ক্রমশ সে মাথা তুলতে থাকে আকাশে। বিড়ম্বনায় পড়ে পুঁজি ও ভাববাদীরা। চার্চ, মন্দির, মসজিদ, সংঘ ও বিহারগুলিতে যেসব মানুষজন ধর্মকে মানব মুক্তির আড়ালে রোজগারের উৎস বানিয়েছিল তারা সর্বশক্তি দিয়ে ওই গাছটিকে ভূপাতিত করতে কোমর বেঁধে নামল। পুরনো জমিদার, রাজা, আধুনিক পুঁজির কারবারিরাও ওই গাছটি নির্মূল করতে প্রতিজ্ঞা করল। তারা বলশেভিক বা সমাজতন্ত্রীদের আধুনিক যুগের অসুর বলে গণ্য করে। তাই তাদের কলমচিরা ধাক্কা দিতে শুরু করে, কেবল রাশিয়া না, সমগ্র বিশ্বে। বাংলার প্রবন্ধকারীরাও আদা-জল খেয়ে কলম চালাতে থাকে। বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক অসাধারণ রম্যরচনায় সিদ্ধহস্ত শিবরাম চক্রবর্তীর এই প্রেক্ষিতে সৃষ্টি যাকে আবিষ্কার বলাই ভালো—'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী'।

এখানে শিবরাম পণ্ডিচেরি বলতে ভাববাদী লেখক ও ধ্বজাধারীদের বুঝিয়েছেন। আর মস্কো বলতে বলশেভিক, সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের মনে করেন। তাঁর মতে সাম্যবাদীরা মানুষকে কেবল মাত্র মনুষ্যজ্ঞান করেন, তারা দেবতা বা ব্রহ্ম বা ভগবান না। তিনি তাঁর এই বইয়ে দেখিয়েছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী থেকে যেমন গীতার সৃষ্টি, আর শ্রমজীবীদের কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে নির্যাতন শোষণ ও মুক্তির উদগ্র বাসনা থেকে কার্ল মার্কসের 'দাসক্যাপিটাল'-এর জন্ম।

রাশিয়ার বিপ্লব, বলশেভিকদের জয়, সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা-এ বিজয় শূদ্রদের। ভারতের বর্ণব্যবস্থার নিরিখে অন্য তিন সম্প্রদায়ের এক্ষেত্রে কোনো অবদান নেই। ইতিহাস সাক্ষী নতুন সমাজের সৃষ্টি হয়েছে—সেই আদি কাল থেকেই শূদ্রদের অর্থাৎ কৃষক ও শ্রমজীবীদের হাত ধরেই। আদি সভ্যতা কৃষকের লাঙলের ফালেই গড়ে উঠেছে। স্বামী বিবেকানন্দও ভারতে এই স্বপ্ন দেখতেন। কেবল রাশিয়ায় কেন? আমেরিকায় ইউরোপ থেকে যেসব শূদ্ররা চাষবাস করতে এসেছিল তারাই ওখানে নতুন সমাজ গড়ে তোলে। আসলে সমাজ ও সভ্যতাকে বিজ্ঞানের নজরে ও ঐতিহাসিকের চোখে না দেখলে অন্ত্যজ শ্রেণির অবদানকে বুঝে ওঠা মুশকিল।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী কার্ল মার্কসের লেখা 'দাসক্যাপিটাল' রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মূল উপাদান। যেহেতু বিদেশীর আবিষ্কার, বিদেশে প্রতিষ্ঠা, তাই ভারতের মাটিতে এটি ম্লেচ্ছ। একে ছুঁলেই জাত যাবে এমন ধারণা। এই ধারণা অনেক পণ্ডিতের মধ্যেও। অথচ এই ভারতের মাটিতেই বর্ণাশ্রম প্রথার বিলোপ করে গৌতম বুদ্ধ যে সমাজ গঠনের কথা ভেবেছিলেন এবং তা কার্যকর করতে চেয়েছিলেন, সেটাকে কি সাম্যবাদের প্রাক্ ধারণা বলা যাবে না? অর্থনৈতিক সাম্যের ভাবনাতো এসেছে অনেক পরে। সমাজতান্ত্রিক দেশেও তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। সনাতন হিন্দু ধর্মের আমলে যৌথ পরিবারগুলি দীর্ঘদিন টিকে ছিল এবং এখনও কিছু কিছু আছে। পরিবারের সবাই সাধ্যমতো রোজগার করে পরিবারকে দেবে এবং সবাই তার প্রয়োজন মতো নেবে। এটা কি সাম্যবাদের প্রাথমিক ধারণার মধ্যে ফেলা যাবে না? তারও আগে বনচারি মানুষেরা 'মারিত গণ্ডার লুটিত ভাণ্ডার', যে যতটা পারবে পেট পুরে খাও। বাকিটা পরে যারা আসবে তাদের জন্য থাক। এর মধ্যে কি সাম্যবাদের বোধ লুকিয়ে নেই? ইসলামের ইতিহাসে ও সমাজে 'জল জল' নাই, সবাইকে 'পঙক্তি ভোজনে' সবার স্থান হবে না এ রীতি নেই। এর মধ্যে কি সাম্যবাদী চিন্তার কোন চিহ্ন নেই। তাহলে এই সব ধারণাগুলিকে সম্মিলিত করে, এগুলির আরও আধুনিকতার যুক্তি ধারায় সংস্কার ও সমৃদ্ধ করে, আধুনিক যুগে যন্ত্র সভ্যতার নিরিখে ব্যবসা বাণিজ্য ও কল-কারখানার যুগে অর্থনৈতিক অসাম্যকে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শ্রমজীবীদের পরিচালনার যে তত্ত্ব কাল মার্কস লিপিবদ্ধ করলেন তার ভুল কোথায়? রাশিয়ার ছোঁয়ায় তা কি করে অসুর রাজত্ব হয়ে গেল? ভারতের মাটিতে একে রোপণ করতে এত লজ্জা কিসের? শিবরামবাবুর ভাষায় ''দুটো লোক যদি ভিন্ন পথে গিয়ে অভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছায় তাতে পরস্পরের কাছে খাটো হওয়ার তো কোন কারণ নাই।''

সমাজতন্ত্রে মানুষের দেহ ও মন-এর প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সনাতন ধর্মে দেহকে তুচ্ছ করে কেবল আত্মাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিবরাম দেখিয়েছেন আত্মা কিভাবে দেহ ও মনের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে। দেহ ও মন পরিপূর্ণ ও চরিতার্থ হলে তার অভ্যন্তরে যে ভাবরস বিনিঃসৃত হয় তাকেই আত্মা বলে।'' তাহলে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ভুল কোথায়?

একদল যখন পথ তৈরি করে, আর একদল বাধা দেয়। তখনই বাধে লড়াই। মস্কো বনাম পণ্ডিচেরিতে একেই বলা হয়েছে ক্লাস স্ট্রাগল। কমিউনিস্টদের জীবনে চরম নীতি 'All for one and one for all.' প্রত্যেককে পূর্ণ করে প্রত্যেকের সম্পূর্ণতা। শিবরাম চক্রবর্তী বলছেন, ''এই নীতি কমিউনিস্টরা জীবন চর্যায় অঙ্গীভূত করার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে পুঁথি পড়ে বা পুঁথি পড়া বিদ্যায় কমিউনিজমকে বোঝা শক্ত। বই পড়ে কমিউনিস্টদের ইতিহাস জানা যায় যা মানুষকে চলার পথ চিনতে সাহায্য করে। কিন্তু কমিউনিজমকে বোঝা বা কমিউনিস্ট হবার চেষ্টা কেবল বই পড়ে হয় না। এর জন্য চাই মানুষ-এর সঙ্গে থাকা, কর্মক্ষেত্রে থাকা। সেই মানুষদের সাঙ্গেই থাকতে হবে যার কাছে একটি রুটি সত্য। যাদের উনুন জ্বালতে গিয়ে ভিজে কাঠের ধোঁয়ায় চোখ দিয়ে জল ঝরে। এরা দূর থেকে উড়ন্ত ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখে কাব্য রচনা করে না।

অবশ্য শিবরাম চক্রবর্তী এটাও মনে করেছেন কাবুলিওয়ালার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ না থাকতেই পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অবশ্যই কাবুলিওয়ালা ছিল এবং থাকে। তেমনি একজন কমিউনিস্টের মধ্যে শোষিত, যন্ত্রণাকাতর পরিশ্রমী মানুষ থাকবেই।

যুক্তিবাদকে বুঝতে, বস্তুবাদকে অনুভব করতে, সাম্যবাদকে চিনতে 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি একটি উন্নত মানের বর্ণপরিচয়।'

চিঠিপত্র

মতামত পত্রপ্রেরকের নিজস্ব

সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ১৩০তম সংশোধন করার স্বার্থে

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কুখ্যাত অমিত শাহ একশত ত্রিশতম সংবিধান সংশোধনী বিল সংসদে পেশ করে কার্যত ভারতীয় সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর আর একটি কুঠারাঘাত করলেন। বিরোধী দলের সাংসদ সহ নেতৃত্ব যথার্থই বলেছেন যে, রাজনৈতিক নেতা এবং মন্ত্রী, এমনকি মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীদের নৈতিক মূল্যবোধের অনুশাসনের বাহানায় কার্যত বিজেপি বিরোধী রাজ্যসমূহের সরকার উৎখাতের লক্ষ্যে এই দানবীয় আইন প্রচলন করতে উদ্যত। অর্থাৎ ইডি, সিবিআই, আয়কর দপ্তর সহ ইদানীং সর্বতোভাবে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষ সত্তা ধ্বংস করে যেভাবে দলদাসে পরিণত করা হয়েছে, তখন খুব সহজেই এইসব সংগঠনের সহায়তায় বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগে এক মাস কারাভোগের ব্যবস্থা করতে পারলেই কেল্লা ফতে। এই রাজ্য সরকারকে নড়বড়ে করে শেষ পর্যন্ত ভেঙে দেওয়ার সুযোগ নিতে পারবে কেন্দ্র। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, যখন অদূর ভবিষ্যতে কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এস.আই.আর নিয়ে বিজেপির দূরভিসন্ধিমূলক প্রকল্পের বিরুদ্ধে সমস্ত বিরোধী দল আপাতত ঐক্যবদ্ধ হয়ে পথে নেমেছে, তখন আর একটি লড়াইয়ের ফ্রন্ট খুলতে যাচ্ছে কেন বিজেপি। এই আইনের ধারায় পূর্ব প্রচলিত কয়েকটি ধারায় সংশোধন প্রয়োজন। এই আইনে মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী যদি এমন কোনো অভিযোগে ত্রিশ দিনের বেশি জেল হেফাজতে থাকেন যে দোষী প্রমাণিত হলে তাঁর পাঁচ বছর কারাবাস হতে পারে, তবে একত্রিশ দিনের মাথায় তাঁকে প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে অপসারিত হতেই হবে। কারণ, বিলে বলা হয়েছে যেহেতু তাঁরা জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের মাধ্যমে দেশসেবার পবিত্র শপথ নিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, সুতরাং তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে দুর্নীতি সহ যে-কোনো আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গকারী তথা পারিবারিক হিংসা ইত্যাদিতে লিপ্ত হওয়ার ফলে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্য মন্ত্রীরা শাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।

এ ধরনের নীতিমালা শুনতে খারাপ লাগে না। দেশবাসীর মনে একটি সততা মূল্যবোধ ইত্যাদির আবেগও সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু গত কয়েক বছরের বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে দেখা গেছে, সিবিআই ইডি বিভিন্ন অভিযোগে যেসব বিরোধী দলীয় রাজনীতিকদের তাড়া করে বেড়িয়েছে, তাঁরা দলবদল করে বিজেপিতে যোগ দেওয়া মাত্রই মোদির চরণে অর্ঘ্যে রূপান্তরিত হয়েছেন। যে সরকার স্যাঙাৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থে দেশের অর্থনীতির অভিমুখ নির্মাণ করে তাদের কাছ থেকে নীতিমালা শুনতে যাওয়ার মতো প্রহসন না হলেই ভালো।

নয়া ফ্যাসিবাদী সরকারের এটাই ধরন। অতীতে গত এগারো বছর ধরে তাইই দেখে আসছে আসমুদ্র ভারতবাসী। নোট বন্দি, জিএসটি চালু, ৩৭০ ধারা বাতিল, কোনটা নয়। একমাত্র লক্ষ্য সংসদীয় কাঠামোটি ইচ্ছেমতো বিকৃত করে এক দল, এক ব্যক্তির আধিপত্যমূলক শাসন। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটি ভেঙে আগ্রাসী কেন্দ্রীয় শাসন গড়ে তোলা। যাহোক, সংসদে সেদিন যেভাবে সমস্ত বিরোধী দল অমিত শাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন, বিল ছিঁড়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখে ছুঁড়ে ফেলেছেন এবং এমনকি অমিত শাহ নিজের আসন ছেড়ে তিন তিনটে সারি পিছিয়ে গিয়েছেন, মনে হয় এই প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া হজম করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে আরো গভীর কোনো দুরভিসন্ধি মনে মনে এঁকে রেখেছিলেন। বর্ষাকালীন অধিবেশন শেষ হওয়ার মুখে আগাম কোনো জানান না দিয়ে চমকে দেওয়ার মতো করে বিলটি পেশ হওয়া এবং বাধা পাওয়ার পর বিলটি সংসদের যুক্ত কমিটিতে পাঠানো, ইত্যাদিতেই বোঝা যাচ্ছে এই মুহূর্তে বিলটি আইনে রূপান্তরিত করা সরকারের অসল উদ্দেশ্য ছিল না। প্রথমত, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে দেশবাসীর দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়া। তাছাড়া কে না জানেন সংবিধান সংশোধন করতে হলে সংসদের দুটি সভাতেই দুই তৃতীয়াংশ সমর্থন প্রয়োজন। লোকসভায় ৫৪২-এর মধ্যে ৩৬১ দরকার, যেখানে এখন এনডিএ-র আছে মাত্র ২৯৩টি। আর রাজ্যসভায় ২৩৯-এর মধ্যে এনডিএ-র আছে ১৩২টি। কিন্তু দরকার ১৬০টি। সুতরাং এ মুহূর্তে সংসদে বিলটি পাশ করানো অসম্ভব। আবার কম করেও রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অর্ধেক থেকে অন্তত বিলটি অনুমোদিত হওয়া দরকার। সুতরাং নির্বাচন কমিশনের এইভাবে দলদাসত্বের বিষয়টির বদলে একটি নীতিনিষ্ঠ দুর্নীতির শিকড় উৎপাটনের তথাকথিত মহান উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে বিরোধীদের ভূমিকা তুলে ধরে তাঁরা দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়, এই ধরনের একটি নির্বাচনী ইস্যু তৈরি করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবে বিজেপি।

—বিশ্বজিৎ সরকার, দক্ষিণ ধাতকা, আসানসোল-২

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা—আশা ও আশঙ্কা

অমিতাভ ঘোষ

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা। লক্ষ্ণৌ শহরে ২১ বছর বয়সী এক ভদ্রমহিলার বাড়িতে হঠাৎ একদল পুলিশ হাজির। তারা খুব দ্রুত বাড়ির দরজা ভেঙে বাড়ির ভিতর ঢুকে ওই ভদ্রমহিলাকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন। ভদ্রমহিলার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তিনি হতাশায় আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন। এ যাত্রায় বেঁচে গেলেন। পুলিশকে কিন্তু কেউ খবর দেয়নি কারণ ভদ্রমহিলা একা থাকতেন। তাই বাড়ির ভিতরে তিনি কী করছিলেন তা কারোর পক্ষে জানাই সম্ভব ছিল না। তাহলে পুলিশ খবর পেল কি করে? উত্তর লুকিয়ে আছে প্রযুক্তির অগ্রগতিতে। তরুণী সামাজিক মাধ্যমে একটি আবেগঘন পোস্ট করেছিলেন, যেখানে আত্মহত্যার ইঙ্গিত ছিল। সেই পোস্টটি নজরে পড়ে একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-চালিত মনিটরিং টুলের, যা সামাজিক মাধ্যমে এমন বিপজ্জনক আচরণ শনাক্ত করার জন্য তৈরি। টুলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেয়।

এরপরই পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নেয় এবং তরুণীর জীবন রক্ষা করে। আর একটি আকর্ষণীয় ঘটনা হলো ২০২১ সালে মুম্বাইয়ের একজন ২৪ বছর বয়েসের যুবক নিজের আত্মহত্যার ঘটনা ফেসবুক লাইভ করছিল। ফেসবুকের (মেটা) সুদূর আয়ারল্যান্ডের টিম ফেসবুকের ওই প্রোফাইলটা বন্ধ করে দিয়ে মুম্বাই পুলিশকে খবর দেয় এবং মুম্বাই পুলিশ দ্রুত যুবকের বাড়ি পৌঁছে দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। যুবকটি প্রাণে বেঁচে যায়। এই রকম বহু উদাহরণ আছে যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেকেণ্ডের মধ্যে ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে মানুষের জীবনে কাজে লাগছে।

বৃদ্ধ বয়সে একাকিত্ব এখন দেশকাল ছাড়িয়ে একটি সাধারণ ঘটনা। বিশেষত তাদের স্বাস্থ্যের অবস্থার উত্থান পতন মনিটর করার মতো কেউ থাকে না। এমত অবস্থায় আমেরিকার 'ডিপার্টমেন্ট অব ভেটেরান অ্যাফেয়ার্স' কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে দূর থেকে বয়স্কদের স্বাস্থ্যের উপর নজরদারি চালিয়ে তাদের মৃত্যুহার কমিয়ে দিতে পেরেছে।

'নেভার এলোন' নামে একটি সংস্থা গ্যাড পি এইচ কিউ নামে একটি এ আই টুলের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ৬০০০ আত্মহত্যার ঘটনা কমিয়ে দিতে পেরেছে। জাপানে LINE অ্যাপের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা দেওয়া হয়, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে বিপজ্জনক বার্তা শনাক্ত করা হয়। ভারতে কিছু রাজ্যে WhatsApp ও Twitter-এর মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক হেল্পলাইন চালু হয়েছে, যা মানসিক স্বাস্থ্য সংকটের সময় দ্রুত সহায়তা দেয়। সুতরাং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শুধু আশংকা নয়—আশাও জাগায়।

আমরা কিন্তু একাধিক প্রযুক্তিগত বিবর্তনের সাক্ষী। মোবাইলের পরে আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং এর সময়ে উপনীত হয়েছি। পূর্বের প্রযুক্তিগত বিবর্তনগুলির মতই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকেও আমরা গ্রহণ না করে থাকতে পারি না। আমরা কি বর্তমান যুগে কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি স্মার্ট যন্ত্রপাতি ছাড়া আমাদের জীবনকে চালনা করতে পারি?

বর্তমানে আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে প্রবেশ করছি যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ-এর প্রক্রিয়াটি ক্রমশ মানুষ থেকে যন্ত্রের উপর অর্পিত হয়ে যাচ্ছে। অতীতে একটি সময় ছিল যখন একটি টেলিফোন করতে একজন টেলিফোন অপারেটর-এর প্রয়োজন পড়ত, বর্তমান সময়ে আর টেলিফোন করতে কোন টেলিফোন অপারেটরের প্রয়োজন পড়ে না। মানুষের কোনরকম মধ্যস্থতা ছাড়াই টেলিফোন করার কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আমরা দেখতে পাব ইন্টারনেট দ্বারা সংযুক্ত সমস্ত যন্ত্রপাতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সক্রিয় ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তারও আবার প্রকারভেদ আছে। কি ধরনের মডেল ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে কি ধরনের ফলাফল বা আউটপুট চাওয়া হচ্ছে তার উপর। সীমিত ক্ষমতা সম্পন্ন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শুধু পূর্ব স্থিরীকৃত নির্দিষ্ট কাজই করতে পারে। এই ধরনের

সীমিত ক্ষমতা সম্পন্ন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি সাধারণ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রেই কাজে লাগানো হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার, এর থেকে উন্নততর যে সংস্করণ তাকে বলা হয় শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা কৃত্রিম সাধারণ বুদ্ধিমত্তা (এ জি আই)। এই উন্নত সংস্করণটি মানুষের মতই চিন্তা করতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম। যদিও এই কাজটি এখনও ক্রমবিকাশের পর্যায়ে রয়েছে, তবুও অদূর ভবিষ্যতে এর সাফল্য যে নিশ্চিত একথা বলাই যায়। যেমন স্বয়ংক্রিয় বা স্বচালিত গাড়ি। এক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ যন্ত্রপাতি স্বয়ংক্রিয় করা সম্ভব হয়েছে এবং বাকিটা গবেষণার খুবই অগ্রবর্তী পর্যায়ে রয়েছে যা অচিরেই সম্পন্ন হবে।

এর পরের মডেলটি হল অতি উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল সুপার ইন্টেলিজেন্স (ASI)। এই মডেলটি মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে ছাপিয়ে যাবে এবং খুব উন্নত বুদ্ধিমত্তার মানুষও এর ধারে কাছে পৌঁছতে পারবে না। এই মডেল সংক্রান্ত গবেষণা শুরু হয়েছে এবং আমরা অধীর আগ্রহে এর সফলতা ও প্রয়োগ এর অপেক্ষায় আছি।

বর্তমানে আমরা সঙ্কীর্ণ বা মৌলিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার স্তরে আছি এবং শক্তিশালী ও অতি শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দিকে এগিয়ে চলেছি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার এখন সমস্ত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এমন একটা সময় আসছে যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ছাড়া কোন কাজই দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। ব্যাঙ্কিং-এর সমস্ত ক্ষেত্রেই বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করা হচ্ছে। ফর্ম পুরণ করা থেকে জালিয়াতি চিহ্নিতকরণ, তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, সম্ভাব্য গ্রাহক চিহ্নিত করণ, সর্ব ক্ষেত্রেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বর্তমানে শিল্পক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার আরও ব্যাপক। তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ, উৎপাদন শিল্প, মার্কেটিং, স্মার্ট সিটি, নির্মাণ শিল্প, পরিবহণ, খনি, গবেষণামূলক কাজ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার হচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল যে এই লাগামছাড়া পরিব্যাপ্তি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় দক্ষতাসম্পন্ন মানব সম্পদের চাহিদা কর্মক্ষেত্রে অত্যন্ত বাড়িয়ে দিতে চলেছে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জ্ঞানই হয়তো ভবিষ্যতে আমাদের রুটি-রুজির প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়াতে চলেছে।

তাই কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল বিষয়বস্তু—সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স—যাই হোক না কেন, প্রত্যেকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকাটা বর্তমানে সময়ের চাহিদা। না হলে কর্মজীবনে একজন সফল পেশাদার হওয়া সম্ভব নয়।

সময় অনেকটাই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আমাদের সকলের উচিত এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করা ও নিজেদেরকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় প্রশিক্ষিত করে তোলা। বলা হচ্ছে, যে দেশে যত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় দক্ষ শ্রমজীবী থাকবেন সেই দেশ আগামী দিনে গোটা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে। সেইজন্যই উন্নত দেশগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত গবেষণায় অপরিমিত ব্যয় করে চলেছে। আমাদের সকলকেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে এবং সুযোগ এলে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করতে হবে ভবিষ্যতে নিজেদের সম্মান জনক স্থান তৈরী করে নেওয়ার জন্য এবং এর জন্য সময় কিন্তু খুবই অপ্রতুল।

মোদ্দা কথা হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির দৌড়ে যদি আমরা নিজেদের মানিয়ে নিতে না পারি তাহলে আমাদের ভবিতব্য দাসত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। একথা ভাবার কোন অবকাশ নেই যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি নতুন বিষয় এবং ওটা আমরা সময়মত ঠিক শিখে নেব। না, ভবিষ্যতে সময় বুঝে নয়—আমাদের এক্ষুনি শিখে নিতেই হবে। এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যে যত তাড়াতাড়ি শিখে নিতে পারবে সেই এই বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে পারবে।

প্রকৃত অর্থে মানুষ যেভাবে পরিবেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, নিজেকে মানিয়ে নেয় ও বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেই পদ্ধতিকেই প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে প্রোথিত করা হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং-এর ক্ষেত্রে। জৈবিক স্নায়ুকোষ ও তার শাখা-প্রশাখার কাজকর্মের পদ্ধতি সম্পর্কিত ধারণাকে কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয় এমনভাবে যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সাধারণত তত্ত্বাবধানমূলক ও অতত্ত্বাবধানমূলক এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি নির্দিষ্ট তথ্যের উপর নির্ভরশীল। তথ্য কতটা নির্ভুল তার উপরেই নির্ভর করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেলের নকশা। তথ্যের গুণগত মানের উপরেও তা নির্ভরশীল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তথ্যকে শ্রেণি-বিভক্ত করে নানারকম গুচ্ছ তৈরি করা হয়ে থাকে। তবে বর্তমান সময়ে অবশ্য মেশিনের বুদ্ধিমত্তা শ্রেণি বিভাজন ও গুচ্ছ নির্মানের পর্যায় অতিক্রম করে স্বয়ংক্রিয় গাড়ি, রোবোট, ড্রোন ইত্যাদিতে উন্নীত হয়ে গেছে। যদিও এই সমস্ত প্রয়োগকে আরও উন্নতমানের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে উন্নততর করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একটি মডেলের ক্ষমতা অর্থাৎ শেখার গতি, সর্বোচ্চ শেখার ক্ষমতা ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল হলো অচেনা তথ্য পেলে মেশিন কেমন ব্যবহার করবে। কম্পিউটিং-এর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আরও জটিল মডেল তৈরি হচ্ছে যা অনেক জটিল সমস্যার সমাধান খুব সহজেই করে দিতে সক্ষম।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ব্রিটেনের এক্সিসেন্সিয়া নামে একটি স্টার্টআপ কোম্পানি জাপানি ফার্মাসিউটিক্যাল ফার্ম সুমিতমো ডাইনিপ্পন ফার্মার সংগে যৌথ উদ্যোগে একটি ড্রাগ মলিকিউল আবিষ্কার করেছে যেটির নাম ডি এস পি - ১১৮১। এই মলিকিউলের সাহায্যে তারা ও সি ডি বা কম্পালসিভ ডিসওর্ডার রোগের ওষুধ আবিস্কার করে ফেলেছে এবং এই ওষুধের হিউম্যান ট্রায়াল চলছে যা পৃথিবীতে প্রথম। কোভিড ১৯ বা করোনা ভ্যাক্সিন আবিষ্কারেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

রোগীর চিকিৎসা ইতিহাস, জেনেটিক তথ্য ও অন্যান্য বিষয় বিশ্লেষণ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যক্তিগতকৃত চিকিৎসা পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে। এ এক বিরাট সম্ভাবনা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রোগীর তথ্য বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতে কোন রোগ হতে পারে তার পূর্বাভাস দিতে পারে, ফলে সময়মতো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে যা মানুষকে বহু রোগ থেকে মুক্তি দিতে পারে।

তবে মানুষের মতো সংবেদনশীলতা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নেই। তাই মানুষের তত্ত্বাবধান জরুরি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের মস্তিষ্কের কার্যকারিতা কমিয়ে দিয়ে মানুষকে যন্ত্র-নির্ভর করে দিলে তা সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় হতে পারে—এই আশংকা বিজ্ঞানীদের মধ্যেও রয়েছে। বিজ্ঞানীরাও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে আশঙ্কিত।

তথ্যসূত্র : দেশের বেশ কিছু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের আলোচনা থেকে সংগৃহীত তথ্য

শুধু রঙ্গ রসিকতা নয়, একজন জাত সাংবাদিক ছিলেন দাদাঠাকুর

বিশ্বজিত ঘোষ : বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক অনন্য ধারার প্রবর্তন করেছিলেন দাদাঠাকুর ওরফে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। বর্তমান সাংবাদিকতার ধারা বা বিবর্তনে-বিস্মৃতপ্রায় হয়ে যেতে বসেছে এই অবিসংবাদী প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব। দাদাঠাকুরকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়-এমন বিষয় বা গুণাবলী নিয়ে যা দাদাঠাকুর ব্যক্তির সঙ্গে আত্তীকৃত হয়ে গেছে। আমাদের মনের স্মৃতিকোটায় কোন্ দাদাঠাকুর আজও জাজ্বল্যমান! রঙ্গ রসিক দাদাঠাকুর, সাংবাদিক বা লেখক দাদাঠাকুর, না ন্যায়নীতিপরায়ণ, পরোপকারী খাঁটি দাদাঠাকুর। বোধহয় এর মধ্যে কোনটাই দাদাঠাকুরের চরিত্র থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়।

১৮৮১ সালে ২৭ এপ্রিল বীরভূম জেলার সিমলাদ্দি নামক গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোরেই পিতা-মাতাকে হারিয়েছিলেন। পিতৃব্য রসিকলালের জীবন আদর্শেই নিজেকে বড় করে তুলেছিলেন। বর্ধমানবাসী হিসাবে নিজেকে গর্ববোধ করি—কারণ তিনি বর্ধমান শহরের রাজকলেজের ছাত্র ছিলেন। ছাত্র অবস্থা থেকেই তিনি প্রাইভেট টিউশনের মাধ্যমে অর্থোপার্জন করে নিজের পড়াশোনার খরচ চালাতেন। নিজের জন্ম সাল নিয়ে কতই না রঙ্গ রসিকতা করতেন। বলতেন আমি যে সালে জন্মেছি সেই সালে ভদ্রলোকেরা জন্ম গ্রহণ করেন। কারণ সামনে ও পিছনের দিক থেকে সংখ্যাগুলো বসালে সেই একই হয়-ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে কাকতালীয়ভাবে তাঁর জন্ম ও মৃত্যু

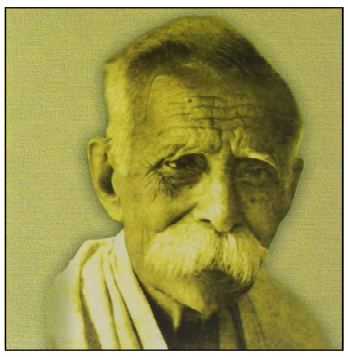

একই দিনে, বাংলা ১৩ বৈশাখ।

বাংলা সাহিত্য তথা সাংবাদিকতায় এই নামটি যখনই উচ্চারিত হয়, তখন সকলেই তাঁকে রঙ্গ রসিক লেখক এবং ব্যঙ্গের কশাঘাতের অভিঘাতে সমাজ সচেতন সাংবাদিক হিসাবেই চেনেন। তবে তাঁর স্বদেশপ্রেম এবং অনাড়ম্বর জীবন এবং সততা তাঁর চরিত্রে বেশ জাজ্বল্যমান।

প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্বরা এই ধুতি এবং সামান্য উত্তরীয় পরিহিত মানুষটিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। যেমন-সুসাহিত্যিক কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। কথাসাহিত্যিকের সঙ্গে দাদাঠাকুরের একদিনের সাক্ষাতের আলোচনা নলিনীকান্ত সরকারের দাদাঠাকুর গ্রন্থে উল্লেখিত আছে। দাদাঠাকুর তখন 'জঙ্গিপুর সংবাদ' ছাড়াও 'বিদূষক' পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন। দাদাঠাকুরের সঙ্গে কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ হওয়ায় শরৎচন্দ্র মহাশয় বলেন 'এই যে বিদূষক'। তৎক্ষণাৎ দাদাঠাকুর জবাব দিলেন কেমন আছো চরিত্রহীন শরৎচন্দ্র। এছাড়াও সুভাষচন্দ্র বসু এই বয়োজ্যাষ্ঠ মানুষটিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। এমনকি এই দাদাঠাকুরই তাঁকে মহানিষ্ক্রমণের আগে বোবা কাবুলিওয়ালার ছদ্মবেশ নিতে বলেন। সেইমতো পুলিশের চোখের অন্তরালে তিনি চলে যান। পরবর্তীতে শৌলমারী আশ্রম থেকে নেতাজীর সঙ্গে দাদাঠাকুরের সাংকেতিক ভাষায় প্রায় নিয়মিত পত্রালাপ হতো।

প্রবাদ প্রতিম কবি নজরুলের সঙ্গে দাদাঠাকুরের অত্যন্ত স্নেহশীল সম্পর্ক ছিল। নজরুল দাদাঠাকুরের থেকে বয়সে ছোট ছিলেন। এছাড়াও তৎকালীন বিখ্যাত মানুষদের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত হার্দিক সম্পর্ক ছিল। যেমন—চিত্তরঞ্জন দাশ, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, অমৃতলাল বসু, রামপ্রসাদ সেন প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। নলিনীকান্ত সরকার এবং পরিমল গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল অভিন্ন হৃদয়।

দাদাঠাকুর রঙ্গ রসিক এবং কৌতুক অভিনেতা ছিলেন। বঙ্কিমীয় কমলাকান্তের বাস্তব চরিত্র দাদাঠাকুর। পরবর্তীকালে দাদাঠাকুরের মতো শব্দের jugglary করেছেন একই ঢঙে সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী। বিভিন্ন সভা, মঞ্চ, মজলিশে অকুণ্ঠচিত্তে যাঁর ডাক পড়তো তিনি হলেন দাদাঠাকুর। জমিদার মহাশয়দের বিভিন্ন সভা, গভর্নমেন্টের বিভিন্ন-মঞ্চায়নে হাকিম, মুন্সেফ, জেলাশাসকদের সামনে সাহিত্যের ঢঙে দাদাঠাকুর খুবই সাবলীলভাবে অভিনয় করতেন। যেন এই বিষয়টা ছিল তাঁর সহজাত প্রতিভা। ব্যঙ্গ রসাত্মক ধারায় যতগুলো ধারা

—এরপর চারের পাতায়

সিআইটিইউ বর্ধমান শহর-১ এরিয়া সমন্বয় কমিটির সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ আগস্ট : সিআইটিইউ বর্ধমান শহর-১ এরিয়া সমন্বয় কমিটির তৃতীয় সম্মেলন বর্ধমান লায়ন্স ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন সিআইটিইউ পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপস চট্টোপাধ্যায়। অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা তুষার মজুমদার, গণআন্দোলনের নেতা অতনু হুই। পর্যবেক্ষণমূলক বক্তব্য রাখেন নজরুল ইসলাম, অভিনন্দন জানান অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক সৌমেন ব্যানার্জী। সম্মেলন শেষে পার্কাস রোড মোড়ে এক বিরাট প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্যের শ্রমিক নেতা ইন্দ্রানী মুখার্জী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি নজরুল ইসলাম, সমন্বয় কমিটির নবনির্বাচিত সম্পাদক দেবদুলাল ঠাকুর। সমাবেশ মঞ্চে গণ সঙ্গীত পরিবেশন করেন রাজ্যের অন্যতম গণসঙ্গীত শিল্পী আরাত্রিকা সিনহা। নাটক পরিবেশন করেন বহ্নিশিখা সাংস্কৃতিক টিমের সদস্যবৃন্দ। সিনথেসাইজার বাজিয়ে গণসংগীত পরিবেশন করেন রিতম চক্রবর্তী। সম্মেলন থেকে দেবদুলাল ঠাকুর সম্পাদক, তাপু চক্রবর্তী সভাপতি, অংশুমান আটা কোষাধ্যক্ষ, সোহম ঘোষ পত্রিকা সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রকাশ্য সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন তাপু চক্রবর্তী। সম্মেলনে মোট প্রতিনিধি ছিলেন ৩৫২ জন। এর মধ্যে বিভিন্ন পেশার শ্রমিক ছিলেন ২৯৩ জন। বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে মোট ১৪ জন আলোচনা করেন।

কৃষক সভার গলসী-২ সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ৩১ আগস্ট : সারা ভারত কৃষক সভা, গলসী-২ নং ব্লক কমিটির ৯ম সম্মেলন খানো গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন অমিতাভ মণ্ডল ও হালিম মল্লিক-কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জেলা নেতৃত্ব মির্জা আকতার আলী। সম্পাদকীয় খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী সম্মাদক সাইফুল হক। ৯টি অঞ্চল কমিটি থেকে ৯ জন প্রতিনিধি প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জেলা কৃষক সভার সদস্য হারাধন ঘোষ এবং গণআন্দোলনের নেতা, তথা কৃষক সভার রাজ্য নেতৃত্ব সৈয়দ হোসেন। আগামী ৬-৭ সেপ্টেম্বর জেলা সম্মেলনের ১৬ প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ২৯ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়। সম্পাদক ও সভাপতি নির্বাচিত হন যথাক্রমে সেখ আতিয়ার রহমান ও বুদ্ধনারায়ন হাজরা।

প্রয়াত কালো ক্ষেত্রপালের স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৬ আগস্ট : সিপিআই(এম) সদস্যা প্রয়াত কালো ক্ষেত্রপালের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় মাতিশ্বর বাজারে। সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে স্মরণসভায় স্মৃতিচারণা করেন সিপিআই(এম) নেতা মোহাম্মদ শাহ, মিতালী মুখার্জী, কাজী নুরুল ইসলাম প্রমুখ। শোক প্রস্তাব পাঠ এবং সভা পরিচালনা করেন অনুপ গোস্বামী। ১৯৯৮ সালে কালনা-২ পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং জয়ী হন।

বাহান্নবর্তী (৯)

রত্না রশীদ

আজ যাচ্ছি এখানের 'ওনাম'-এর নেমন্তন্ন খেতে। কেরালার ফসল তোলার উৎসব এই 'ওনাম'। আমরা বাংলায় 'নবান্ন' বলতে পারি। কেরালা ভারতের এক শিক্ষিত ও উন্নত মানসিকতাসম্পন্ন বিশিষ্ট রাজ্য। বলছি এই কারণে যে 'ওনাম' বস্তুত একটি হিন্দু উৎসব। এবং বেশিরভাগ কেরালিয়ানই খ্রিস্টান। তবু সবাই মিলে 'ওনাম' পালনে এদের কারো উৎসাহ, আন্তরিকতা বিন্দুমাত্র কম নয়। এরা জানে এবং মানেও যে, ধর্ম যার যার উৎসব সব সবার।

সত্যিকারের শিক্ষা মানুষের মন উন্নত করে, বিভেদ চিন্তা দূর করে দেয়। এটা কোনো চেষ্টাকৃত অর্জন নয়, শিক্ষার মাধ্যমে অন্তর্লোক উদ্ভাসিত হয়ে দৈনন্দিন যাপনে প্রতিফলিত হয়। কেরালা পেরেছে, পশ্চিমবঙ্গ পারেনি। প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টার প্রতি মুহূর্তের হানাহানি, চোখরাঙানি, খুনখারাপি তার প্রমাণ। মানুষের শুভচিন্তা, নীতিবোধ ভেতর থেকে পচে গেলে চুরি জোচ্চুরি ঘুষ মানুষের জীবিকা কেড়ে নেওয়া জলভাত মনে হয়। শাসক প্রকাশ্যে দাবি করে ৭৫/২৫-এর হিস্যা।

পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাই, আর যেখানেই অবস্থান করি না কেন, মাথায়, মনে সব সময় নিজের দেশকে বয়ে বেড়াই। উপায়হীন বাধ্যতায়। বিদেশের সম্পদ, প্রাচুর্য্য আমার দেশের করুণ অবস্থাকে স্মরণ করায়। আমি আনন্দ করতে পারি না। মনে হয় অন্য দেশে এসে যেন 'সুখ' চুরি করতে এসেছি। আমার দেশের সুখে আমার স্বতঃপ্রণোদিত অধিকার, অন্য দেশের সুখ, আরাম, আনন্দ আমার দুঃখই বাড়ায় কেবল।

এমন নয় যে আমার দেশে সম্পদ বা মেধা নেই। প্রচুর আছে, প্রচুর। কেবল তাকে সদর্থকভাবে কাজে লাগাবার কোনো মেশিনারী' নেই। সব বৃত্তায়নের পোকালাগা ঝরঝরে। দুর্বৃত্তের প্রকাশ্য কদর আর ভালোমানুষের লাগাতার অনাদর, তাদের ওপর অনাচার ও অত্যাচার একটা সুসভ্য ঐতিহ্যশালী দেশকে এমন পচা অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে। ভারতের উন্নতি না হলে, অন্য দেশের উন্নতিতে চোখ টাটিয়ে তো লাভ নেই। কী যে করলাম সারাটা জীবন ধরে, হিসেব পাই না। মরার আগে ভারতবর্ষের সুদিন দেখে যেতে চাই।

(চলবে)

সমবায়গুলির দুর্নীতিমুক্তির ডাক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৯ আগস্ট : শাসক বিজেপি ও তৃণমূলের জনবিরোধী নীতির কারণেই রাজ্যের সমবায়গুলি ধ্বংসের পথে। একে রক্ষা করতে হলে সব কৃষক ও শ্রমিকের ঐক্য গড়ে তুলে জোরদার আন্দোলনে নামতে হবে। পূর্বস্থলী-১ ব্লকের সমবায় বাঁচাও মঞ্চের প্রথম সম্মেলন উদ্বোধন করে এই আহ্বান জানান পূর্ব বর্ধমান জেলার সমবায় বাঁচাও আন্দোলনের নেতা শহিদুল ইসলাম। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বাঁচাও মঞ্চের পূর্বস্থলী-১ ব্লক কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সমুদ্রগড় নিমতলার কৃষি সমবায় সমিতির সভাকক্ষে। সম্মেলনে ৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রতিবেদনের উপর বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। পরিচালনা করেন কৃষক নেতা সাহাদুল খান। সম্মেলন থেকে আজমাইল মণ্ডলকে সভাপতি এবং বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে ১১ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়।

ইউসিআরসি-র চক্ষু পরীক্ষা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩১ আগস্ট : সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ (ইউসিআরসি)-র ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পুর্তি ও সংগঠনের ১৭তম পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্মেলনকে সামনে রেখে চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কালনা শহরের শ্যামসুন্দর বিদ্যাপীঠে এই শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর। সংগঠনের কালনা শহর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নন্দদুলাল গুহ, প্রশান্ত দাসচৌধুরী, অশোক দাস, তপন ভৌমিক, গৌতম সাহা, জনা মুখার্জী প্রমুখ। এই শিবিরে শতাধিক মানুষের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।

মানুষের হকের দাবির লড়াই-এ নুয়ে পড়লেন গলসীর বিডিও

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি, ২৮ আগস্ট : সিপিআই(এম) গলসি-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে তিন হাজারের মানুষের মিছিল গলসি বাজার পরিক্রমা করে গলসি ব্লক অফিস অভিযান করে।

১০০ দিনের কাজ দ্রুত চালু, প্রত্যেক গরিব মানুষকে আবাস যোজনার বাড়ি, পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিচিতি পত্র, নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে প্রকৃত ভোটার-কে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। ১০০ দিনের কাজ চেয়ে জবকার্ড প্রাপকরা বিডিও-র কাছে ৪(ক) জমা দিতে গেলে বিডিও তা নিতে অস্বীকার করেন। সাধারণ মানুষের আন্দোলনের চাপে ও প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক, এরিয়া সম্পাদক সাইফুল হক, সেখ আতিয়ার রহমান, রাজীব সাম বিডিও-র সাথে কথাবার্তা বলায় শেষমেশ সমস্ত মানুষের কাছ থেকে ৪(ক) ফর্ম জমা নিতে বাধ্য হন। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সাইদুল হক, সাইফুল হক, মনসীজ হোসেন, মুস্তাক হোসেন ও বিশ্বনাথ দাস। সভাপতিত্ব করেন বর্ষীয়ান নেতা রণজিত ঘোষ।

জাত সাংবাদিক ছিলেন দাদাঠাকুর

—*তিনের পাতার পর*

আছে তার মধ্যে PUN ধারায় তিনি ছিলেন খুবই দক্ষ। তাঁর রঙ্গ রসিকতা কিন্তু মোটা দাগের ভাঁড়ামো ছিল না। তা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। তিনি তাঁর রসবোধে সাধারণ দর্শকের কাছে তাঁর প্রাঞ্জলতার জন্যই পৌঁছে যেতে পারতেন। তিনি শৈশব কৈশোরে বিভিন্ন সাংকেতিকতার মাধ্যমে খুবই কঠিন পাঠক্রম অনায়াসে আয়ত্ত করতে পারতেন। এবিষয় ছিল একান্তই তাঁর সৃষ্ট অভিনব পন্থা। তবে শুধু তাঁর রঙ্গ রসিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বতা বা পরোপকারিতাই নয়-বাংলা সাহিত্য এবং সাংবাদিকতাতেও তিনি সমান উজ্জ্বল।

দাদাঠাকুর তাঁর সম্পাদিত 'বিদূষক' পত্রিকা কলকাতার রাস্তায় নিজে হেঁকে প্রচার করে বিক্রি করতেন। তবে সাহিত্যের ধারায় তিনি PUN ধারার বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করেন। যেমন—'বোতলপুরাণ', 'টাকার অষ্টোত্তর শতনাম', 'ভোটামৃত' ইত্যাদি।

'বোতলপুরাণ'-এ মদের মহিমা গুণ প্রচারের পরিবর্তে যে ব্যাজস্তুতি অলংকারের সর্বাধিক প্রয়োগ করেছেন তা সাহিত্যের ধারায় একপ্রকার বিস্ময়। 'বিদূষক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদে যে ছবি পাওয়া যায়, তা অনেকটা গোপাল ভাঁড়ের ছবির সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। তীক্ষ্ণ, শাণিত, রঙ্গ-ব্যঙ্গের কশাঘাতের দ্বারা বাঙালি সমাজকে সচেতনতার বার্তা দান করেছেন। এছাড়াও 'ভোটামৃত' গ্রন্থে যেভাবে ভোট এবং রাজনীতির কারবারিদের মুখ এবং মুখোশকে টেনে তুলে এনেছেন তা অকল্পনীয় এবং বিস্ময়কর। তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। আর শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম-কে কেন্দ্র করে টাকার যে অষ্টোত্তর শতনাম লিখেছেন, তাতে টাকা উপার্জনের জন্য মানুষকে যে কতটা হীনবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়, তা যুগে যুগে অক্ষয় হয়ে থাকবে। বাংলা সাহিত্য এবং সাংবাদিকতার ধারা প্রসঙ্গে নতুন করে এই দাদাঠাকুরের পর্যালোচনা এবং গবেষণার প্রয়োজন আছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ আগস্ট : প্রয়াত চিকিৎসক ও সমাজসেবী অমলপ্রসাদ মুখার্জীকে স্মরণ করা হলো বর্ধমান লায়ন্স ক্লাব হলে। স্মরণসভা আয়োজন করেছিল তাঁর পরিবার। কথা, গান, কবিতায় তাঁকে স্মরণ করা হয়।

Printed by SADHANA PRESS, Published by Dinesh Jha on behalf of Dinesh Jha, Printed at PASCHIM BARDHAMAN and Published at 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Editor : JYOTIRMAY BHATTACHARYA
Mobile : 9434251586, Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, Price : Rs. 2/-